International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-II, March 2017, Page No. 39-45
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

হস্তচালিত তাঁতশিল্পের পরিবর্তনশীল স্থান : শান্তিপুর সংক্রান্ত একটি আলোচনা

চন্দন দাস
M. Phil Scholar, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, W.B., India

Abstract

Santipur handloom industry is one of the ancient handloom centre of India. The trace of handloom weaving found in the year of 1409 and onwards. So, the traditional and unique characteristics of Santipuri hand woven saries were famous in India and also in abroad. But now a day's deindustrialization of Santipuri handloom industry is facing problem by the intrusion of power loom industry in Santipure. So, my study is focused on that the governmental plans and policies how far responsible for the deindustrialization of that industry and also the study focuses on how Santipur town which is created by handloom occupation, now it is transforming to the market based economy. My importance to trace the changes in Santipur handloom industry.

Key Words: Traditional Occupation, Reservation of handloom: Geographical Indication, Handloom Mark and Indian Handloom Brand, Changing Space.

ভূমিকা : বর্তমানে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে অবশিল্পায়ন বা Deindustrialization কথাটি বেশ জনপ্রীয় কারণ ক্রমাগত কমতে থাকা চাহিদা ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কারণে অবলুপ্ত হয়ে চলেছে হস্তচালিত তাঁত এবং সেই স্থানে যন্ত্রে উৎপাদিত কাপড়ের চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, যার ফল স্বরূপ অবশিল্পায়নের সূত্রপাত। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ তীর্থঙ্কর রায় বিংশ শতকের শেষ দশকে অবশিল্পায়ন Deindustrialization কথাটি উল্লেখ করেন যদিও অধ্যাপক D.B.Mitra[1] বিংশ শতকের আশির দশকে অবশিল্পায়ন সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা দিলেও অধ্যাপক তীর্থঙ্কর রায় অবশিল্পায়নের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেন।

অধ্যাপক তীর্থঙ্কর রায় তাঁর "Artisans and Industrialization[2]" গ্রন্থে 'Deindustrialization' কথাটিকে ভীষণ ভাবে অস্থায়ী ও নির্দিষ্ট করেন। কারণ তিনি বলতে চেয়েছেন যে স্বল্প দক্ষতা (Low Skilled) যুক্ত হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অবনমন হয়েছে ঠিকই কিন্তু উচ্চ দক্ষতা (High Skilled) যুক্ত হস্তচালিত তাঁতশিল্পে যেখানে অনন্য দক্ষতা ও কারুকার্যের মাধ্যমে নির্দিষ্টতা প্রযুক্ত হয়, সেই ধরনের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অবস্থা এখনও বিশেষ প্রাসঙ্গিক। তিনি উচ্চ দক্ষতা সৃষ্টিতে ডিজাইনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন যান্ত্রিকীকরণ বা পদ্ধতিগত

[1] *Mitra, D.B. (1978),'The Cotton Weavers of Bengal, 1757-1833', FIRMA KLM PRIVATE LIMITED, CALCUTTA.*
[2] Roy, Tirthankar. (1993), 'Artisans and Industrialization: Indian Weaving in Twentieth Century', Oxford University Press.

উন্নতির পরিবর্তে। যদিও পরবর্তী সময়ে Douglas E. Haynes[3] তাঁর সমালোচনামূলক অবশিল্পায়ন প্রসঙ্গে "Small Town Capitalism in Western India" গ্রন্থে 'Deindustrialization' ঘটনাটিকে বেশ জটিল বলে আখ্যায়িত করে স্থান বা স্পেসকে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অবশিল্পায়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং নির্দিষ্ট স্থানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট দক্ষতাভিত্তিক হস্তচালিত তাঁতশিল্প টিকে থাকার কথা বলেন। তাঁর মতে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে টেক্সটাইল শিল্পকেন্দ্র পত্তনের সাথে হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র কেন্দ্রগুলি সমস্যায় পরে পরিবর্তনশীল বাজার ও সমাজ অর্থনৈতিক কাঠামোয় মানিয়ে নিতে না পারায়। যদিও হস্তচালিত তাঁতশিল্পের বাজারভিত্তিক চাহিদা কমে যাওয়া একমাত্র পতনের কারণ নিদর্শনের পরিবর্তে দক্ষতা, স্থান বা স্পেস প্রভৃতি বিষয়গুলি হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অবশিল্পায়নকে অনেকাংশে জটিল করেছে যা উভয়ের ধারণায় স্পষ্টতা পেয়েছে। ফলে শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে উভয়ের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধির প্রয়োজন অনুভব করেছি।

ঐতিহ্যশালী শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্প : পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য হস্তচালিত তাঁতশিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে শান্তিপুর প্রাচীনত্বের স্বীকৃতি বহন করছে। ১৪০৯ খ্রিষ্টাব্দে নদীয়া রাজ গৌর গণেশ দনু মর্দানদেবের[4] আমলে তাঁতের শাড়ি বোনা শুরু হয় শান্তিপুরে এবং ক্রমাগত শান্তিপুরী শাড়ি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে সমগ্র ভারতবর্ষে তথা বিশ্বে যা কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের শান্তিপুর পরিচয় নামক গ্রন্থ থেকে অনেকাংশে জানা যায়। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারী সহযোগিতামূলক প্রকল্পে শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্প সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু সরকারী সহায়তা প্রকল্পগুলি হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়েছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন। প্রকল্পগুলিকে প্রধানত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা প্রাসঙ্গিক, যেমন- উৎপাদনমূলক প্রকল্প, কল্যাণমূলক প্রকল্প,হস্তচালিত তাঁতশিল্পের বৈশিষ্ট্য বেঁচে থাকার জন্য প্রকল্প ও বাজারিকরণের সহায়তামূলক প্রকল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।প্রথম দুটি প্রকল্প সম্পর্কে আমি এই প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের আদমশুমারিগত পরিসংখ্যান দেখলে প্রকৃত অবস্থার ধারণা পাওয়া যাবে। বলে রাখা দরকার যে শান্তিপুর শহর (Santipur Municipality) ও Community Development ব্লকে (ফুলিয়া NM বাদে) বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে হস্তচালিত তাঁত খুঁজে বের করা বেশ কঠিন হবে। আদমশুমারি ভিত্তিক একটি রিপোর্ট দেখলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে ও বোঝা যাবে ২০০১ সালের আগে শান্তিপুরের গৃহ ভিত্তিক হস্তশিল্পের[5] অবস্থা বেশ ভালোই ছিল অর্থাৎ কর্মসংস্থানের নিরিখে অনেক এগিয়েছিল যা পি.সি.এ (Primary Census Abstract), নদীয়া জেলার তথ্য থেকেই স্পষ্ট।

শান্তিপুরের গৃহভিত্তিক হস্তশিল্পের নিযুক্ত শ্রমিক

সাল	১৯৭৩	১৯৯১	২০০১	২০১১
গৃহ ভিত্তিক শ্রমিক (ফুলিয়া বাদে)	৮৬৫৩	২৩৪১৫	৪৫৬৫১	৩৬৭৯৩
আনুপাতিক হার (মোট শ্রমিক অনুসারে)	২৩.৬০ %	২৬.৪৭ %	৩৪.২৭ %	২১.৩৭ %
ফুলিয়ার গৃহ ভিত্তিক হস্তশিল্প শ্রমিক	-----	৪৯৩৯	১২৪২৬	১৫৭৭০

[3] Haynes, Douglas. E. (2012), 'Small Town Capitalism of Western India: Artisans, Merchants And The Making of The Informal Economy, 1870-1960', Cambridge University Press.

[4] চক্রবর্তী, শুভাশিস (২০১৪), 'বাংলার তাঁতশিল্প – নদীয়া জেলার একটি সমীক্ষা', সেতু প্রকাশনী।

[5] আদমশুমারি অনুযায়ী গৃহভিত্তিক হস্তশিল্প মূলত উৎপাদন(Manufacturing), প্রক্রিয়াকরণ (Processing) ও পরিষেবা প্রদান (Servicing) কেই নির্দিষ্ট করেছে।

আনুপাতিক হার (মোট শ্রমিক অনুসারে)	-----	**৫.৫৮ %**	**৯.৩২ %**	**৯.১৬ %**

উৎস: Primary Census Abstract, Nadia

২০১১ সালের প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ করে শান্তিপুরের গৃহভিত্তিক হস্তশিল্পে বা একথাও বলা যায় হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অবস্থার অবনতি হয়েছে[6] অর্থাৎ হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ও অনুপাত অনেক কমেছে। ফিল্ড স্টাডি ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উক্ত কারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছি। একটি সাক্ষাৎকার[7] থেকে জানতে পেরেছি ২০০৯ সাল থেকে শান্তিপুরে পাওয়ার লুম বাড়তে শুরু করে এবং যা আগে শুধুমাত্র লুঙ্গি, গামছা, ধুতি ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল সরাসরি শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি উৎপাদনের সাথে যুক্ত হল। যদিও শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতিদের দাবি শান্তিপুরে পাওয়ার লুমের প্রসার কোনমতেই আকস্মিক নয়, কারণ হিসেবে অত্যাধিক হারে বাংলাদেশী পাওয়ার লুমে তৈরি কমদামি তাঁতের শাড়ি শান্তিপুর হাটে আসাকেই দায়ী করেছেন। ফল স্বরূপ শান্তিপুরে ধুঁকতে বসা মহাজনী সম্প্রদায় লাভের আশায় একরকম বাধ্য করে তাঁতিদের পাওয়ার লুমে নিযুক্ত করেছে। ফলে একটি প্রশ্ন ওঠে কেন ওই সময়েই বাংলাদেশী পাওয়ার লুমে তৈরি তাঁতের শাড়ি শান্তিপুরে আসতে শুরু করে? যদিও তাঁর প্রকৃত কারণ জানতে অসমর্থ হয়েছি। ফলস্বরূপ হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অবস্থার অবনতি হয়, যা শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই হস্তচালিত তাঁতের শাড়ির অবস্থা একরকম নয়। বিশেষকরে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন হস্তচালিত তাঁতের শাড়ির চাহিদার অবনতি হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে কেন শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অবনতির কারণ শুধুই কি পাওয়ার লুমের অতি প্রভাব, তা জানতে সরকারী উদ্যোগ কাঠামোর বিশ্লেষণ আবশ্যিক হয়ে পরে।

শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্পর সংরক্ষণ: ভৌগলিক সূচক: শান্তিপুরের ঐতিহ্যবাহী হস্তচালিত তাঁতশিল্প বাঁচিয়ে রাখার ফল হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দ্বারা ২২/০৯/২০০৮ তারিখে Geographical Indication প্রাপ্তি ঘটেছে এবং বিশ্বের কাছে নির্দিষ্ট পরিচিতি প্রাপ্তি ও বিশেষ ব্রান্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং শুধুমাত্র হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি হিসেবে GI স্বীকৃতি পেয়েছে। Geographical Indication মূলত কোন নির্দিষ্ট স্থানের ঐতিহ্যমূলক মূল বৈশিষ্ট্য ও নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনাকে স্বীকৃতি দেয়। যদিও তা আসলে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে নাকি নূতনত্বকে স্বীকৃতি দেবে তা স্পষ্ট নয়। অধ্যাপক Amit Basole তাঁর "Authenticity, Innovation, and the Geographical Indication in an Artisanal Industry[8]" প্রবন্ধে Geographical Indication বিতর্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। একটি মতানুসারে ঐতিহ্যবাহী সংরক্ষণশীল বা নূতনত্ব বিরোধী চিন্তাধারা[9] ও অন্য দিকে সংরক্ষণ ও সম্মানের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী চিন্তাধারাকে পরিবর্তনের সুযোগ[10] দেওয়ার কথা বলেন।যদিও অধ্যাপক Basole স্বীকৃত হয়েছেন যে GI নির্দিষ্ট সময়ে কোন উৎপাদন

[6] শান্তিপুরে গৃহ ভিত্তিক হস্তশিল্প হিসেবে একমাত্র প্রধান ও অন্যতম হল হস্তচালিত তাঁতশিল্প। ফলে উক্ত শিল্পের নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ও অনুপাত বেড়ে বা কমে যাওয়ার অর্থ হস্তচালিত তাঁতশিল্প শ্রমিকের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুঘটকে পরিণত হয়।

[7] শান্তিপুরের স্থানীয় তাঁতি স্বপন দেবনাথের থেকে।

[8] *Basole, Amit.(2015),'*Authenticity, Innovation,and the Geographical Indication in an Artisanal Industry: The Case of the Banarasi Sari',The Journal of World Intellectual Property.

[9] Hughes, 2006, p.17, cited from *Basole, Amit, 2015, p.131,'* Authenticity, Innovation, and the Geographical Indication in an Artisanal Industry: The Case of the Banarasi Sari',The Journal of World Intellectual Property.

[10] Addor and Grazioli, 2002, p.866, cited from *Basole, Amit, 2015, p.131,'*Authenticity, Innovation, and the Geographical Indication in an Artisanal Industry: The Case of the Banarasi Sari',The Journal of World Intellectual Property.

পদ্ধতির পরিবর্তনশীলতাকে অনেকটা স্থিতিশীল করে। অন্য দিকে ফুলিয়ায় নতুন নতুন ডিজাইন ও নক্সার পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করেছে,যদিও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহীতাও এক্ষেত্রে লক্ষণীয় নয়।ফলে শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্পের শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ঐতিহ্যশীলতায় GI সমর্থনীয় পরিবর্তন বা গতিশীলতার পরিবর্তে বাজারিকরন প্রাধান্য পাবে তা স্পষ্ট নয় এবং GI স্বীকৃতি অর্জন করলেও তাঁর প্রয়োগ যথার্থ ভাবে হয়নি।কারণ GI শুধুমাত্র হস্তচালিত শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ির জন্যে লাভ করলেও বর্তমানে পাওয়ার লুমে উৎপাদিত শাড়ি বাজারে বিক্রয় হয়ে চলেছে যা কোন ভাবেই GI সমর্থনীয় নয়। উক্ত কারণ অনুসন্ধানের জন্য Enforcement Cell থাকলেও তা একেবারেই উদাসীন ফল স্বরূপ GI বৈশিষ্ট্য যুক্ত হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি ক্রমাগত অবলুপ্ত হয়েছে। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শান্তিপুরী GI প্রাপ্ত হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি Jacquard Design যুক্ত, আঁশ, ভুম্রি প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী নক্সা ও ছোট পাড়ে লতাপাতা জাতীয় নক্সা থাকে, Extra Warp বা অতিরিক্ত টানা দিয়ে বোনা,সারা দেহে ছোট ছোট ডুরে বা হাতে আঁকা বুটি থাকবে বা নাও থাকতে পারে, ৭২-৮০ এর সানায় ৮০ কাউন্টের সুতোয় বোনা হবে, দৈর্ঘ্যে ৫.৫ মিটার ও প্রস্থে ১২০ সেমি হবে যা বাজারে বিক্রয় হওয়া শান্তিপুরী তাঁতের শাড়িতে পাওয়া যাবে কিনা তার উত্তর খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।পাওয়ার লুমে তৈরি তাঁতের শাড়ি শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি হিসেবে বাজারে বিক্রয় হয়ে চলেছে,যদিও তা শান্তিপুরের Geographical Indication প্রাপ্ত তাঁতের শাড়ির থেকে কয়েকশোযোজন দূরে।কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে একটি পাওয়ার লুমে উৎপাদিত তথাকথিত শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি বোনা হয় ৫৬-৬০ এর সানায় যা অত্যান্ত নিকৃষ্ট বুননে এবং গুনগতভাবে নিম্ন মানের,যদিও খালি চোখে একেবারেই বোঝা সম্ভবপর নয়। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকার হস্তচালিত তাঁত সমবায় সমিতিগুলিকে(যারা সরাসরি হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি উৎপাদনে নিযুক্ত) পাওয়ার লুম থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দেশীয় বাজারে হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি বিক্রয়ের জন্য ২০০৬ সাল থেকে Handloom Mark Registration বাধ্যতামূলক করলেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁতিদের।কারণ বিপুল অংকের টাকা দিয়ে Handloom Mark কেনা হলেও উৎপাদিত শাড়িতে Handloom মার্ক লাগিয়ে বিক্রয়ের পরে ক্রেতা হস্তচালিত তাঁতের শাড়িতে লাগানো Handloom Mark খুলে পাওয়ার লুমের শাড়িতে লাগিয়ে Handloom কাপড় হিসেবে বিক্রি করে চলেছে। শুধু তাই নয় বর্তমানে অর্থাৎ ০৭/০৮/২০১৫ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতের শাড়িকে Indian Handloom Brand হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও ঘটনাক্রম Handloom Mark এর অনুসারী হয়েছে অর্থাৎ Indian Handloom Brand এর চিহ্নের সঠিক ব্যাবহার হচ্ছে না। ফল হচ্ছে মারাত্মক,হস্তচালিত শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি হিসেবে বিক্রয় হয়ে চলেছে পাওয়ার লুমে তৈরি শাড়ি এবং উক্ত মার্কের ফলে আপাত বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হলেও সাধারণ ক্রেতার পক্ষে সঠিক সত্য উপলব্ধি একেবারেই অসম্ভব।ফল স্বরূপ বাঁধা প্রাপ্ত হয়েছে শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্প আর অন্যদিকে সরকারী স্বীকৃতির অনৈতিক সুবিধা নিয়ে পাওয়ার লুম ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে।স্বল্প দক্ষতায় পাওয়ার লুম গ্রাস করলেও উচ্চ দক্ষতানির্ভর হস্তচালিত তাঁতশিল্প যথেষ্ট সচ্ছল।

বর্তমানে বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে ক্রমাগত ডিজাইন পরিবর্তন ফুলিয়ার হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গিয়েছে এবং স্থানীয় ডিজাইনার এবং তাঁতিরাই নিত্য নতুন ডিজাইন সৃষ্টিতে বিশেষ ভাবে পটু। সরকারী (স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং) সহায়তায় তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে আরও যুগোপযোগী নক্সা তৈরির চেষ্টা চলেছে।কিন্তু সরকারী স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে শান্তিপুরী ডিজাইনারদের অংশগ্রহণ ও আগ্রহ কম। যদিও এর কারণ হিসেবে শান্তিপুরী ডিজাইনার তাঁতি[11] সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "সরকারী ডিজাইনারদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রামে শান্তিপুরী ডিজাইন সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হয়না, অন্যান্য বাজারের চাহিদা যুক্ত তাঁত বস্ত্র ডিজাইনই বেশী দেখানো হয়"। ফলে শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতের শাড়িতে পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিকতা স্থিতিশীল ও গতানুগতিক ঐতিহ্যশীলতার পরিবর্তন অমূলক হয়ে

[11] বিনয় দেবনাথ ।

পরে। ফলে ঐতিহ্যশালী হস্তচালিত শান্তিপুরী তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ও অনুপাত কমতে থাকে কর্মসংস্থানের অভাবে। অন্য দিকে উচ্চ দক্ষতার সাথে নিযুক্ত তাঁতশিল্প বাজারের চাহিদার সাথে নক্সার পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের যুগোপযোগী করে তোলার চেষ্টা করে। সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন তন্তুজ, বিশ্ব বাংলা প্রভৃতি বা বেসরকারি বিভিন্ন এন.জি.ও কতৃক নক্সা সৃষ্টিতেও একই ধারা লক্ষণীয়। ফলে শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্প ঠিক কোথায় অবস্থান করবে তা খুঁজে বেরকরা বেশ কষ্টসাধ্য।

শান্তিপুর ব্লকের অন্তর্গত ফুলিয়া টাউনশিপের ঘটনাক্রম অনেকটা পৃথক। কারণ এখানে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু টাঙ্গাইল তাঁতি সম্প্রদায় খুব সহজেই সূক্ষ্ম সুতো (১০০-১৫০ কাউন্টের) ও Double Jacquard যন্ত্রের দ্বারা পাড় সহ পুরো দেহে সুক্ষাতি সূক্ষ্ম কাজের মাধ্যমে উচ্চ দক্ষতার সৃষ্টি করেছে যা পাওয়ার লুমে বোনা বিশেষ সহজসাধ্য নয়।কিন্তু অপরদিকে শান্তিপুরে Single Jacquard যন্ত্রের মাধ্যমে শুধুমাত্র পাড় ও আচলের কাজ, তাও তুলনামূলক মোটা অর্থাৎ ৮০ কাউন্টের সুতোর দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং সারা দেহে হাতে আঁকা বুটি বা ডুরে জাতীয় নক্সা দ্বারা পূর্ণ থাকে যা পাওয়ার লুমে বোনা বেশ সহজ। কারণ মোটা সুতোর ব্যাবহার পাওয়ার লুম অতি সহজেই টানতে সক্ষম। কিন্তু সূক্ষ্ম ও সরু সুতো পাওয়ার লুমে বারংবার ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়,পাশাপাশি পাড় ও সারা দেহে সূক্ষ্ম সুতোর দ্বারা বিভিন্ন রংবেরঙের নক্সা একটানা করা প্রায় অসম্ভব,বিশেষ করে Double Jacquard Machine পাওয়ার লুমে নিয়ন্ত্রণ বেশ জটিল। ফলে ফুলিয়ার উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অবস্থা স্থিতিশীল হলেও শান্তিপুরী স্বল্প দক্ষতা সম্পন্ন কমদামি হস্তচালিত তাঁতের শাড়ির অবশিল্পায়ন হয়েছে। যদিও উক্ত হস্তচালিত তাঁতশিল্পের বর্তমান বাজার ও চাহিদার উপলব্ধির মাধ্যমে অবশিল্পায়নের ধারণা স্পষ্ট হবে।

পরিবর্তনশীল চাহিদা ও বাজার : এখন প্রশ্ন হল আগে হস্তচালিত তাঁতের শাড়ির ক্রেতা ছিল কে? খুব সহজেই উত্তর দেওয়া যায় মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত শাড়ির মূল ক্রেতা। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পাওয়ার লুমের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি পিছিয়ে পড়েছে। ক্রেতার চাহিদাও পরিবর্তন হয়েছে। পাওয়ার লুমে তৈরি শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ির বিক্রয় ও চাহিদা বেড়েছে। ফলে হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি উৎপাদিত হলেও বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বন্ধ হতে থাকে হস্তচালিত তাঁত এবং সেখানে সুনিপুন ভাবে পসার জমায় পাওয়ার লুমে উৎপাদিত তাঁতের শাড়ি।। বলে রাখা দরকার শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি দৈনন্দিন ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের কাছে।শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতের শাড়ির দাম পড়ে ৪০০-৫০০ টাকার মধ্যে ও একটি পাওয়ার লুমে উৎপাদিত তাঁতের শাড়ির বাজারমূল্য প্রায় ৩০০-৪০০ টাকার কাছাকাছি[12], ফলে নিম্নবিত্তের কাছে স্বল্প অর্থ অপচয়ই প্রাধান্য পায় এবং তিল তিল করে গড়ে ওঠা হস্তচালিত তাঁতশিল্পের বাজার ধরতে শুরু করে পাওয়ার লুমে তৈরি তাঁতের শাড়ি উৎপাদক গোষ্ঠী।ফলে চাহিদা কমে হস্তচালিত তাঁতের শাড়ির।যদিও খালি চোখে চিহ্নিত করা একেবারেই অসম্ভব কোনটি হ্যান্ডলুম আর কোনটি পাওয়ার লুমে তৈরি। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বিক্রেতারা বুঝতে অসমর্থ হয়েছে।আমি কোলকাতা ও পার্শ্ববর্তী কিছু ফ্রিঞ্জ এলাকার বেশ কিছু নামকরা শাড়ি বিপণীতে[13] সার্ভে ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি যে বেশিরভাগ ক্রেতাই হ্যান্ডলুম না পাওয়ার লুমের শাড়ি কিনছেন তা নিজেরাই জানেন না, অথচ তাঁদের কে দোকানিরা হ্যান্ডলুমের শাড়ি বলেই বিক্রয় করছে শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি, যদিও তাঁরা নিজেরাই বেশ সন্দিহান যে আদেও শাড়িগুলী হ্যান্ডলুমে তৈরি কিনা।নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দোকান মালিক[14] সাক্ষাতকারে বলেছেন যে, "হ্যান্ডলুমের তাঁতের শাড়ি তো এখন পাওয়া যায়না, তাই পাওয়ার লুমে তৈরি

[12] শান্তিপুর কুটীরপাড়া হস্তচালিত তাঁত সমবায় সমিতি ম্যানেজার মহাশয় সুবির দে ও বঙ্গের হাঁটের পাওয়ার লুম তাঁতি ব্যবসায়ী অমল দেবনাথের থেকে প্রাপ্ত।

[13] কোলকাতার প্রিয় গোপাল বিষয়ী ও বারাসতের সাহা টেক্সটাইল।

[14] বারাসতের শ্রী গুরু বস্ত্রালয়ের মালিক।

শাড়িকেই হ্যান্ডলুম বলে চালাতে হচ্ছে"। ফলে একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে অধিকাংশ সাধারণ ক্রেতা বা বিক্রেতার কাছে শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি হ্যান্ডলুম না পাওয়ার লুমে তৈরি তা বিশেষ চর্চার বিষয় নয়, স্বল্প দামে বিক্রয় বা ক্রয় করতে পারাটাই শেষ কথা।

কারণ শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ির দেশ ও বিদেশের বাজারে যথেষ্ট সুনাম থাকলেও বর্তমানে তা প্রায় শেষ।কোলকাতার একটি নামী এক্সপোর্ট হাউসের[15] এক কর্মীর[16] মতে "২০০৮-০৯ সালের আগে তাঁতের শাড়ির চাহিদা থাকলেও বর্তমানে সিল্কের চাহিদা ও পসার অনেক বেড়েছে"। পাশাপাশি তসর, মুগা, রেশম প্রভৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যুক্ত শাড়ির নিস মার্কেট (Niche Market) বিশ্ব বাজারকে ত্বরান্বিত করেছে।তুলনায় অনেক কমেছে তাঁতের শাড়ির বিশ্ব বাজার। ফলে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের চাহিদা কমে যাওয়ার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে বাজারিকরনে সরকারের ভুমিকা অনুধাবনের প্রয়োজন।

শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত শাড়ি বিক্রিতে সরকারী সহযোগিতাও বিশেষ সদর্থক নয়, এমনকি সরকারী নীতিতে টেক্সটাইল বিভাগ[17] গুরুত্ব পেলেও, অন্তর্গত অংশ হিসেবে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে শাড়ি বিক্রির জন্য হস্তচালিত তন্তুজীবী সমবায় সমিতিগুলিকে ছাড়[18] (Rebate) দেওয়া হত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে প্রায় সারাবছর ৫% হারে ও পূজোর সময় বিশেষ ছাড়ের (Special Rebate) ব্যবস্থা করা হত ২০% হারে। যদিও তা রাতারাতি বন্ধ হয়ে যায় এবং ২০০০-০১ সাল থেকে চালু করা হয় মার্কেটিং ডেভলপমেন্ট সহায়তা (Marketing Development Assistance)যেখানে ১০% হারে (৫% কেন্দ্রীয় সরকার ও ৫% রাজ্য সরকার) হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি বিক্রির ওপর ছাড় দেবে, ২০০৭-০৮ পর্যন্ত চালু ছিল এই সহায়তা প্রকল্প। পরবর্তী কালে Marketing Development Assistance পরিবর্তন করে নতুন নামে Marketing Incentive (MI, 2008) চালু হল বেশ কিছু আরোপিত শর্তের মাধ্যমে যা ছাড় কাঠামোকে অহেতুক জটিলতায় পূর্ণ করেছে। MI এর শর্ত গুলি যথাক্রমে NHDC (National Handloom Development Corporation) থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে সুতো ক্রয়, PWCS (Primary Weavers Cooperative Society) গুলির আবশ্যিক Handloom Mark Registration, সমিতিভুক্ত সদস্যদের সরাসরি DBT (Direct Benefit Transfer) এর মাধ্যমে সরাসরি ব্যাঙ্কের খাতায় টাকা জমা দেওয়া ও প্রতিটি বিলে ৫০০০ টাকার বেশী লেনদেনর নিষেধ করা হয় অর্থাৎ সরাসরি সহায়তার পরিবর্তে Incentive বা উদ্দীপক যুক্ত করে এবং পুরপুরি শর্তের ওপর সহায়তা লাভ নির্ভর হল যা মেনে চলা বেশ কঠিন এবং Marketing Incentive থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম এমনকি সংগ্রহ করার পদ্ধতিও বেশ কষ্টকর এবং সহায়তা (Assistance) থেকে সরাসরি উদ্দীপক (Incentive) প্রথার পরিবর্তন বেশ জটিল।ফল স্বরূপ একথা প্রকাশ্য যে ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠা সরকারী বাজারকেন্দ্রিক প্রকল্পগুলি বিশেষকরে শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের বিকাশে সহায়ক হয়ে ওঠেনি, বরং হস্তচালিত তাঁত বন্ধ হয়েছে প্রতিদিন যদিও তা শান্তিপুরের শহরীয় বিকাশে বিশেষ প্রভাব ফেলেনি।

হস্তচালিত তাঁতশিল্পকেন্দ্র থেকে বাজার: শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্পের গৌরবান্বিত অতীত বেশ ঈর্ষণীয়।একথা বলা সঙ্গত যে প্রাথমিক ভাবে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ওপর নির্ভর করে শান্তিপুর শহরের উত্থান হয়েছিল খ্রিস্টীয়

[15] Royal Touch Fablon Private Limited।

[16] দেবরঞ্জন হালদার।

[17] Handlooms, Spinning Mills & Power Looms, Silk Weaving & Handloom Based Handicrafts Division are within Textile Department.

[18] Annual Report of Textile Department of West Bengal, 2009-10 and Textile Ploicy of India and West Bengal, 2013-18.

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে[19]। বর্তমানে হস্তচালিত শান্তিপুরী তাঁতশিল্পের পতন হলেও শান্তিপুর শহরের অর্থনীতি হস্তচালিত তাঁতশিল্প থেকে সরে গিয়ে বাজারকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।শান্তিপুরে ১৯৬০ সাল নাগাদ পরেশ চন্দ্র বঙ্গ নামে একজন জনৈক ব্যক্তি স্থানীয় গুটিকয়েক তাঁতি নিয়ে শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি বিক্রির চেষ্টা করেছিলেন বঙ্গের হাট[20] নাম দিয়ে স্থানীয় ছোট আকৃতির বাজার নির্মাণের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে বঙ্গের হাট টিনের ছোট চালা থেকে বর্তমানে বিশালাকার তিনতলা বাড়িতে পরিণত হয়েছে এবং পার্শ্ববর্তীতে আরও নতুন দুটি শাড়ির হাট ও শান্তিপুর স্টেশন সংলগ্ন হাট গড়ে উঠেছে ৯০ এর দশকে। চারটি হাট মিলে বর্তমানে প্রায় ৭০০০[21] ব্যবসায়ী তাঁতি[22] যুক্ত । প্রাথমিক পর্যায়ে যেখানে শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি বিক্রি করতেন শুধুমাত্র স্থানীয় শান্তিপুরী তাঁতি সম্প্রদায়,সেখানে বর্তমানে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ী তাঁতি গোষ্ঠী তাঁদের উৎপাদিত শাড়ি বিক্রির[23] উদ্দেশ্যে আসে। ফলে একপ্রকার বিশালাকার শাড়ি মার্কেটে পরিণত হয়েছে শান্তিপুর শহর। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাইকারি ও খুচরো ক্রেতারা এসে শাড়ি ক্রয় করে খুব অল্প দামে সরাসরি তাঁতিদের কাছ থেকে কোনোরকম মিডিলম্যানের পরিবর্তে।ফলে হাটের[24] পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী বিভিন্নরকম পেশার সূত্রপাত ঘটেছে শান্তিপুর শহরকে কেন্দ্রকরে। রেস্ট হাউস বা লজ গড়ে উঠেছে শহরকে কেন্দ্র করে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের থাকার উদ্দেশ্যে,এছাড়াও হোটেল, রেস্টুরেন্ট, পরিবহন মাধ্যম ও নিরাপত্তা পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে শহরিও হাটগুলিকে পরিষেবা দেওয়ার লক্ষে।ফলে শান্তিপুর শহরের বিকাশ নতুনভাবে রুপ প্রাপ্ত হয়েছে বাজারকে কেন্দ্র করে যদিও তা পূর্বে ছিল হস্তচালিত তাঁতশিল্পকেন্দ্রিক। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের পতন ঘটলেও শান্তিপুর শহরের পতন হয়নি, বরং বাজারকে কেন্দ্র করে শান্তিপুর শহরের অর্থনীতি নতুন রুপ প্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ বিবর্তন হয়েছে হস্তচালিত তাঁতশিল্প শহর থেকে বাজারকেন্দ্রিক শহরে বিকশিত হয়েছে এবং শহরিও স্থানকে (Urban Space) সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিকশিত করেছে যা পূর্বে ছিলনা। একথা বলা যায় যে শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্পের পতন হলেও শান্তিপুর শহরের পতন হয়নি বরং শান্তিপুর শহরকে কেন্দ্র করে বিশালাকার শাড়ির বাজার গড়ে উঠেছে এবং ঐ বাজারগুলিকে কেন্দ্র করে শহরের অর্থনৈতিক দিক পরিবর্তিত হয়ে উৎপাদন শিল্প শহর থেকে বাজারভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে।

---

[19] কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের শান্তিপুর পরিচয় ও শান্তিপুর পৌরসভার (www.santipurmunicipality.in) ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত।

[20] বঙ্গের হাটের বর্তমান দ্বিতীয় প্রজন্মের মালিক মহাশয়ের থেকে প্রাপ্ত।

[21] হাট সার্ভে থেকে প্রাপ্ত।

[22] বঙ্গের হাট-৩০০০ ব্যবসায়ী তাঁতি,ঘোষের হাট-২০০০ ব্যবসায়ী তাঁতি, জগদ্ধাত্রী হাটে-১০০০ ব্যবসায়ী তাঁতি,স্টেশন হাটে- ১০০০ ব্যবসায়ী তাঁতি যুক্ত।

[23] পাওয়ার লুমে তৈরি শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি,সমুদ্রগড়ের রেশমের শাড়ি,ধনেখালি শাড়ি,ফুলিয়ার টাঙ্গাইল, বালুচরি, জামদানী শাড়ি, হাবিবপুরের ঢাকাই জামদানী শাড়ি, কালনার রেশমের শাড়ি,শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি(যদিও তা প্রায় নেই বললেই চলে)।

[24] পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ তাঁতের শাড়ির হাট।